Publication: - The Telegraph

Date: - 11th February, 2020

Page :- 07

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

Industry gives a thumbs-up

OUR BUREAU

Calcutta: Industry has welcomed the decisions of the Bengal government to reduce compliance burden and disputes in the state budget.

Bengal finance minister Amit Mitra has announced lowering of the stamp duty to 0.5 per cent from 5-7 per cent with the ceiling of Rs 3 lakh on amalgamation of adjacent plots of land. The government has also waived off the interest on old deeds pending registration because of incomplete payment of stamp duty.

"This will benefit people and reduce the burden of stamp duty. It will reduce the cost of affordable houses done in suburban areas where land in different *dag* numbers are required to be amalgamated," said Sushil Mohta, president of Credai Bengal.

Mayank Jalan, president of the Indian Chamber of Commerce, said, "The chamber appreciates the state government's announcement for setting up of 100 new MSME parks in the next three years to generate employment. The easy loan scheme up to Rs 2 lakh for the unemployed youth to encourage them to do businesses is also a step in the right direction."

"The budget unleashes the dormant growth potential of our state and its citizens," said Sanjay Budhia, MD of Patton Group.

"Finance minister Amit Mitra has presented a balanced budget with emphasis on reducing compliance burden and disputes and promotion of self-employment," said Ramesh Kumar Sarogi, president of the Bharat Chamber of Commerce.

Arpan Mitra, president of the Bengal National Chamber of Commerce and Industry, complemented the government for presenting a welfare-oriented budget focused on agriculture and higher education. The Bengal Chamber of Commerce and Industry and the Merchants' Chamber of Commerce and Industry also welcomed the budget announcements.

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

Publication: - Anandabazar Patrika

Date: - 11th February, 2020

Page :- 08

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

বাজেটে নতুন প্রকল্প 'হাসির আলো', ছোট শিল্পকে ১০০টি

দরিদ্রদের বিদ্যুৎ দিতে দরাজ রাজ্য

পাখির চে তবু থাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের হাত ধরে চালু হয়েছিল 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্প। আর এ বার রাজ্যে চালু হতে চলেছে 'হাসির আলো'।

সোমবার বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির জন্য ইতিমধ্যেই কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের সামান্য দামে বিদ্যুৎ কেনারও ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। সেই সমস্ত পরিবারের জন্যই এ বার 'হাসির আলো' আনা হল বলে দাবি করেছেন অমিতবাবু। যেখানে সাধারণ ভাবে একটি ঘরে আলো-পাখার ব্যবহার যতটা না-করলেই নয়, মোটামুটি ততটা পরিষেবাই পাওয়া যাবে নিখরচায়।

অনেকেই বলছেন, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীওয়ালের আপ সরকারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল এই নিখরচার বিদ্যুৎ। যেখানে মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়। এ দিন 'হাসির আলো' ঘোষণার পরে তাই সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের দাবি, কোথাও কি পাওয়া যাচ্ছে সেই কেজরীওয়াল সরকারেরই ছাপ! বিশেষ করে আগামী বছরই যেখানে এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। যে কারণে গোটা রাজ্যেরই এ দিন চোখ ছিল অমিতবাবুর ঘোষণার দিকে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী, 'হাসির আলো' প্রকল্প মারফত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব মানুষদের নিখরচায় তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবারের তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হয়, তাঁরাই ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন। মূলত যাঁদের 'লাইফ লাইন

নতুন কী

- গ্রাম ও শহরের অতি গরিব পরিবারে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ নিখরচায়। অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে
- তবে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেই মাসুলের আওতায় পড়ে যাবেন গ্রাহক
- এর আগে রাজ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চালু হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প

এখন...

- তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হলে, ইউনিট পিছু মাসুল গুনতে হয় ৩.৩৭ টাকা
- সঙ্গে মিটার ভাড়ার মতো অল্প কিছুটা স্থায়ী খরচ
- লাইনে লোড থাকে ০.৩ কেভিএ
- বিদ্যুতের খরচ ৭৫ ইউনিট পেরিয়ে গেলে প্রতি ইউনিটে মাসুল হয়ে যায় ৫.৫৬ টাকা

মাসে ২৫ ইউনিটে কী চলতে পারে

- ১০ ঘণ্টা ধরে ৬০ ওয়াটের একটি পাখা, ১০ ওয়াটের দু'টি করে এলইডি আলো মিলিয়ে দিনে মোট ৮০ ওয়াট

৩৫ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। প্রকল্পটিতে আগামী অর্থবর্ষের (২০২০-২১) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, তিন মাসে ৭৫ ইউনিট অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে বিদ্যুৎ খরচ ধরলে দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা একটি ৬০ ওয়াটের পাখা ও ২০ ওয়াটের আলো জ্বালানো যেতে পারে। তাতে দিনে ০.৮ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে। ৩০ দিনে মাস ধরলে খরচ হবে ২৪-২৫ ইউনিট। ৬০ ওয়াটের পাখার সঙ্গে ৪০ ওয়াটের টিউবলাইট জ্বালালে অঙ্কের নিয়মে ১০ ঘণ্টার একটু কম সময় জ্বালাতে হবে।

এখন ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ যাঁরা কেনেন, তাঁদের ইউনিট পিছু ৩ টাকা ৩৭ পয়সা করে মাসুল দিতে ইউনিট পর্যন্ত তাঁদের বিল মেটাতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাতে আসার পরে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তবে কেউ যদি তিন মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি খরচ করেন, তখন তাঁরা মাসুলের আওতায় চলে আসবেন। সূত্রের খবর, সে ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনার জন্য দাম দিতে হবে ৫ টাকা ৫৬ পয়সা।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, "মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য বিলের বোঝা না-বাড়িয়ে মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। হাসির আলো প্রকল্পে জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়েছেন ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) উপরে। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে মূলত এই শিল্পকেই পাখির চোখ করেছেন তাঁরা। তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় দফার শেষ বাজেট প্রস্তাবেও তুরুপের তাস সেই ছোট শিল্প। যেখানে এই শিল্পের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। তাতে সার্বিক ভাবে খুশি শিল্প মহল। তবে বড় শিল্পের কথা কার্যত অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ায় ছোট-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের বাড়বৃদ্ধি আদতে কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয়ও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

রাজ্যে এই শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ প্রকল্প পাঁচ বছর ধরে চালু ছিল, তার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পর যে সব সংস্থা লগ্নি করেছিল, তারা কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিল না। এ দিন 'বাংলাশ্রী' নামে বাজেটে নতুন একটি উৎসাহ প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অমিতবাবু। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, অমিতবাবু তা গত বছরের এপ্রিলের পরে চালু সংস্থাকেও তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়তে আরও নতুন পার্ক তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। দু'টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিতবাবু।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এই শিল্পের পক্ষে ভাল খবর বলেই মনে করছে ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি ও ফসমি। নতুন কোনও কর না-বসিয়েও বাড়তি ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য, মত ফ্যাকসির। বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার ও ভারত চেম্বারও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রীর

- ক্ষুদ্র, ছোট ও শিল্পের (এম উৎসাহ প্রক ফুরিয়েছিল ৩১ মার্চ। আ থেকে আসছে প্রকল্প, বাংলা
- এর ইঙ্গিত অ দিয়েছিল রা
- নতুন বা পুরে রাজ্যের সব এই সুবিধা প
- প্রকল্পে বাজে কোটি টাকা
- লক্ষ্য, কর্মসং
- এখন রাজ্যে তৈরি হচ্ছে বরাদ্দ ২০০
- এমএসএমই- রাজ্যের ভাব
- আশা করা যা কর্মসংস্থান বা
- তবে শুধু শিল্প গড়লেই হবে

তবে বাজেট জানালেও, আরও বি রাখার উপর জোর চেম্বার অব কমার্সে কমিটির চেয়ারম্যা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ব সংখ্যা বাড়ালেই তা না-ও হতে পা পার্কগুলির সবক'টি উঠেছে, এমনও নয়।

grey matter pr

bazar Patrika

2020

t reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

তুন প্রকল্প 'হাসির আলো', ছোট শিল্পকে ১০০টি নয়া পার্ক, বাংলাশ্রী

দ্রদের বিদ্যুৎ ত দরাজ রাজ্য

নতুন কী

- গ্রাম ও শহরের অতি গরিব পরিবারে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ নিখরচায়। অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে
- তবে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেই মাসুলের আওতায় পড়ে যাবেন গ্রাহক
- এর আগে রাজ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চালু হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প

এখন...

- তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হলে, ইউনিট পিছু মাসুল গুনতে হয় ৩.৩৭ টাকা
- সঙ্গে মিটার ভাড়ার মতো অল্প কিছুটা স্থায়ী খরচ
- লাইনে লোড থাকে ০.৩ কেভিএ
- বিদ্যুতের খরচ ৭৫ ইউনিট পেরিয়ে গেলে প্রতি ইউনিটে মাসুল হয়ে যায় ৫.৫৬ টাকা

মাসে ২৫ ইউনিটে কী চলতে পারে

- ১০ ঘণ্টা ধরে ৬০ ওয়াটের একটি পাখা, ১০ ওয়াটের দু'টি করে এলইডি আলো মিলিয়ে দিনে মোট ৮০ ওয়াট

৩৫ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। প্রকল্পটিতে আগামী অর্থবর্ষের (২০২০-২১) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, তিন মাসে ৭৫ ইউনিট অর্থাৎ মাসে ২৫ ইউনিট করে বিদ্যুৎ খরচ ধরলে দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা একটি ৬০ ওয়াটের পাখা ও ২০ ওয়াটের আলো জ্বালানো যেতে পারে। তাতে দিনে ০.৮ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে। ৩০ দিনে মাস ধরলে খরচ হবে ২৪-২৫ ইউনিট। ৬০ ওয়াটের পাখার সঙ্গে ৪০ ওয়াটের টিউবলাইট জ্বালালে অঙ্কের নিয়মে ১০ ঘণ্টার একটু কম সময় জ্বালাতে হবে।

এখন ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ যাঁরা কেনেন, তাঁদের ইউনিট পিছু ৩ টাকা ৩৭ পয়সা করে মাসুল দিতে ... ইউনিট পর্যন্ত তাঁদের বিল মেটাতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাতে আসার পরে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তবে কেউ যদি তিন মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি খরচ করেন, তখন তাঁরা মাসুলের আওতায় চলে আসবেন। সূত্রের খবর, সে ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনার জন্য দাম দিতে হবে ৫ টাকা ৫৬ পয়সা।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, "মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য বিলের বোঝা না-বাড়িয়ে মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। হাসির আলো প্রকল্পে জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ...

পাখির চোখ কাজ, তবু থাকছে সংশয়

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়েছেন ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) উপরে। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে মূলত এই শিল্পকেই পাখির চোখ করেছেন তাঁরা। তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় দফার শেষ বাজেট প্রস্তাবেও তুরুপের তাস সেই ছোট শিল্প। যেখানে এই শিল্পের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। তাতে সার্বিক ভাবে খুশি শিল্প মহল। তবে বড় শিল্পের কথা কার্যত অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ায় ছোট-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের বাড়বৃদ্ধি আদতে কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয়ও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

রাজ্যে এই শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ প্রকল্প পাঁচ বছর ধরে চালু ছিল, তার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পর যে সব সংস্থা লগ্নি করেছিল, তারা কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিল না। এ দিন 'বাংলাশ্রী' নামে বাজেটে নতুন একটি উৎসাহ প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অমিতবাবু। নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, অমিতবাবু তা গত বছরের এপ্রিলের পরে চালু সংস্থাকেও তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়তে আরও নতুন পার্ক তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। দু'টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিতবাবু।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এই শিল্পের পক্ষে ভাল খবর খবর বলেই মনে করছে ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি ও ফসমি। নতুন কোনও কর না-বসিয়েও বাড়তি ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য, মত ফ্যাকসির। বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার ও ভারত ...

উৎসাহের জ্বালানি

- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) জন্য উৎসাহ প্রকল্পের সুযোগ ফুরিয়েছিল ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ। আগামী ১ এপ্রিল থেকে আসছে নতুন উৎসাহ প্রকল্প, বাংলাশ্রী
- এর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল রাজ্য
- নতুন বা পুরনো, রাজ্যের সব ছোট সংস্থা এই সুবিধা পাবে
- প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা
- লক্ষ্য, কর্মসংস্থান বাড়ানো

ব্যবসার জায়গা

- এখন রাজ্যে চালু ৫২টি এমএসএমই পার্ক
- ৩৯টি তৈরি হচ্ছে
- তিন বছরে নতুন হবে ১০০টি
- বাজেট বরাদ্দ ২০০ কোটি

শিল্প বলছে

- এমএসএমই-র প্রসারে রাজ্যের ভাবনা স্বাগত
- আশা করা যায় কর্মসংস্থান বাড়বে
- তবে শুধু শিল্প-পার্ক গড়লেই হবে না, লগ্নিও টানার ব্যবস্থাও করতে হবে
- বড় শিল্প না-থাকলে কিন্তু ছোট শিল্পের বাজার বাড়ার পথ সঙ্কীর্ণই থাকবে। কমবে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা

তবে বাজেট প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখার উপর জোর দিয়েছেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রত্যক্ষ কর কমিটির চেয়ারম্যান তিমিরবরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, শুধু পার্কের সংখ্যা বাড়ালেই যে শিল্প বাড়বে, তা না-ও হতে পারে। এখন চালু পার্কগুলির সবক'টিতেই শিল্প গড়ে ... সমান ভাবে উদ্যোগী হতে হবে। লগ্নির উপযুক্ত শিল্প পরিবেশ ও বিপণন পরিকাঠামো গড়ে তোলাও জরুরি।

তিনি আরও জানান, বাজেটে বড় শিল্প নিয়ে কিছু বলা হয়নি। অথচ ছোট শিল্পের প্রসারের জন্য বড় শিল্প জরুরি। কারণ বড়ই তাদের পণ্যের বাজার। তাই সেগুলি না-থাকলে শুধু এমএসএমইর সংখ্যা বাড়লেই সেই ...

Publication: - Bartaman

Date: - 11th February, 2020

Page :- 11

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

দেশের কঠিন অবস্থাতেও মুন্সিয়ানার বাজেট রাজ্যের, প্রশংসায় শিল্পমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র আগামী আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করলেন, তার তারিফ করল বণিকমহল। তাদের বেশিরভাগেরই মত, এই বাজেট কর্মসংস্থানের রাস্তা প্রশস্ত করবে। দেশে এখন আর্থিকভাবে কঠিন পরিস্থিতি চলছে। এই সময়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যে মুন্সিয়ানার প্রয়োজন ছিল, অমিত মিত্র তা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, এমনটাই অভিমত বণিকমহলের।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতে, এই বাজেট যেমন একদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ করেছে, তেমনই কর মকুবের ব্যবস্থা করে ব্যবসার পথ সহজ করেছে। আর্থিক দিক থেকে দেশ এখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই সময় সামাজিকভাবে যেমন সুরক্ষার দিকটি চিন্তা করা হয়েছে, তেমনই বেকারত্ব কাটানোর উপায়ও বাতলানো হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বারের মতে, রেটিং করলে এই বাজেটকে ১০ এর মধ্যে সাত দেওয়া যায়।

ভারত চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রমেশকুমার সারোগি'র কথায়, দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার নীচের দিকে। অথচ রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০.৪ শতাংশ। আবার ৩.১ শতাংশ শিল্প বৃদ্ধির হারও আশার কথা। রাজ্য যেভাবে ছোট ও মাঝারি শিল্পের উপর ক্রমাগত জোর দিয়ে আসছে, এটি তারই ফলশ্রুতি। তবে রাজ্যে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলি আছে, সেগুলিতে বিদ্যুৎ বা রাস্তা তৈরিতে যে সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলির দ্রুত সমাধান করলে আরও ভালো হবে। কর্মসাথী প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা অত্যন্ত গঠনমূলক পদক্ষেপ বলে মনে করেন সারোগি।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট অর্পণ মিত্রের কথায়, চা বাগানের কর্মীদের জন্য যে চা সুন্দরী প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করেছে সরকার, তা অত্যন্ত ভালো। নতুন আরও এমএসএমই পার্ক তৈরির ঘোষণাও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য ৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় খুশি অর্পণবাবু। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মায়াঙ্ক জালান বলেন, বেকারদের দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজে ঋণ দেওয়ার প্রকল্প চালু হলে বহু মানুষ চাকরির বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবসা করায় উৎসাহ পাবেন। কর্মসংস্থানের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ। ছোট শিল্পের বহর বাড়াতে রাজ্য সরকার গত আট বছরে এমএসএমই ক্লাস্টারের সংখ্যা ৫৩৯টিতে নিয়ে গিয়েছে। এরপর ছোট শিল্পের জন্য আরও ১০০টি নতুন এমএসএমই পার্ক তৈরি অত্যন্ত ভালো সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শুভাশিস রায়। তাঁর কথায়, এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরে তা চাহিদা ও জোগান দুই-ই বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে। এমসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সুগন্ধি ব্যবসার সর্বভারতীয় সংগঠন ফাফাই'য়ের প্রেসিডেন্ট রিষভ কোঠারির কথায়, রাজ্য সরকার যে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট স্কিম ঘোষণা করল, তাতে সরকার ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা একইসঙ্গে লাভবান হবে। ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন কর ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে থাকা কর সংক্রান্ত মামলা থেকে মুক্তি পেলে, ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির দিকে বেশি করে নজর দিতে পারবেন।

ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি'র বক্তব্য, এই বাজেটে নতুন করে কোনও কর চাপানো হয়নি শিল্পের উপর। বরং পার্ক তৈরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে, যা অত্যন্ত আশার কথা।

Publication: - Millennium Post

Date: - 11th February, 2020

Page :- 03

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

Chambers of commerce, industrialists welcome 'pro-people' state Budget

OUR CORRESPONDENT

KOLKATA: Sanjay Budhia, managing director, Patton Group, said on Monday while reacting to the state Budget: "The state Budget announced by Finance & Industry minister Amit Mitra truly reflects the human face of our Chief Minister. It has very successfully adopted multiple strategies to address many issues simultaneously, pertinent to overall development. It reinforces and reiterates the continued emphasis on inclusive growth and development, both for agriculture and industry."

Different chambers of commerce have welcomed the Budget proposals tabled by the state Finance minister in the Assembly on Monday.

Bengal Chamber of Commerce and Industry has welcomed the state Budget "for being visionary in terms of social sector schemes and providing a dual amnesty scheme to take care of the problems of the business and tax-paying community."

"It is at a time when the country is passing through hard economic times. State Finance minister Amit Mitra has placed a comprehensive Budget by including major issues in matters of reducing unemployment and social sector protection, alongside promoting business and industry," the chamber stated.

Meanwhile, Merchants' Chamber of Commerce and Industry has appreciated the efforts made by the state government for "presenting a pro-people Budget which will lead Bengal to a higher growth trajectory."

A press statement issued by the chamber read: "Industrial growth rate in the state witnessed 3.1% growth during April to November 2019-20, which is noteworthy. Compared to all-India GDP growth rate of 5% in 2019-2020, the state has reached 10.4%, which is more than double the growth rate of India. The announcement of a Dispute Settlement Scheme of VAT, Sales Tax and Entry Tax, which are lying pending up to 31 January, 2020, will settle about 25,000 dispute cases and the provision for 6 month installments is also a breather."

Arpan Mitra, president, Bengal National Chamber of Commerce and Industry, complemented the state government for "presenting a welfare Budget, rightly recognising and putting thrust on two major sectors for development of agriculture and higher education."

Taranjit Singh, managing director, JIS Group, welcomed the state Budget for "introducing schemes like Banglasree Prakalpa to give total investment of Rs 100 crore towards development of 100 more MSMEs which would boost employment greatly."

"This would retain our students here and prevent them from seeking jobs outside the state and thereby stop brain drain," he added.

Publication: - Prabhat Khabar

Date: - 11th February, 2020

Page :- 03

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

बजट में औद्योगिक विकास के लिए अवसर कम

➲ द बंगाल चेंबर में आयोजित परिचर्चा में वक्ताओं ने रखे विचार

कोलकाता. व्यवसायी क्षेत्र के लिए बजट में दो एमएसएमई परियोजनाओं को लागू किया है, जो काफी विकासोन्मुखी है. इन दोनों योजनाओं से छोटे व्यवसायियों को काफी लाभ मिलनेवाला है. बजट में 100 नये इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गयी है. एक तरह से यह बड़ी घोषणा है, लेकिन इसके साथ हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि केवल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने से ही राज्य में औद्योगिक विकास होगा. द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से राज्य बजट पर आयोजित एक परिचर्चा में उक्त बातें द बंगाल चेंबर की अप्रत्यक्ष कर कमेटी के चेयरमैन टी बी चटर्जी ने कहीं.

उन्होंने कहा, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जो परिवेश और बाजार की अवश्यकता होती है, वह बंगाल में अभी तक नहीं हो पाया है. इस संबंध में राज्य में काफी काम करना बाकी है. कारोबार भी वहीं पनपता है, जहां बाजार होता है. भारत का 65 प्रतिशत बाजार नार्थ और वेस्ट में है. 20 प्रतिशत साउथ और मात्र 15 प्रतिशत बाजार ईस्ट में है.

इस दौरान द बंगाल चेंबर के को चेयरमैन विवेक जालान, राजेश भट्टाचार्या, पुलक साहा और समरजीत पुरकायस्त ने भी अपने विचार रखा.

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

Publication: - Rajasthan Patrika

Date: - 11th February, 2020

Page :- 02

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

दूरदृष्टि और सामाजिक सुरक्षा देने वाला बजट

पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने दूरदृष्टि वाले बजट पेश किया है। इसमें गरीब वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने वाली योजनाओं और उद्योग-व्यवसाय व कर भुगतान करने वाले समुदाय के विवादों को सुलझाने के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। बजट में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। देश के आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के बीच वित्तमंत्री मित्रा ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के साथ रोजगार सृजन के लिए उद्योग और व्यवसाय के विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट पेश किया है। बीसीसी एण्ड आई इसका स्वागत करता है। संगठन बजट को 10 में से सात अंक देता है।

बंगाल चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

Publication: - Sanmarg

Date: - 11th February, 2020

Page :- 11

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया स्वागत

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट पर लाइव चर्चा की। इसमें विवेक जालान, प्रो. राजेश भट्टाचार्य, टी.बी. चटर्जी, पुलक साहा और समरजीत पुरकायस्थ शामिल हुए। चैंबर ने कहा किसामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के संदर्भ में दूरदर्शी होने और व्यापार तथा कर देने वाले समुदाय की समस्याओं का ध्यान रखने के लिए दोहरी माफी योजना की घोषणा के लिए राज्य के बजट का स्वागत है। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ बेरोजगारी और सामाजिक क्षेत्र की सुरक्षा को कम करने के मामलों में प्रमुख मुद्दों को शामिल करके एक व्यापक बजट रखा है।

Publication: - Aajkal

Date: - 11th February, 2020

Page :- 02

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

বাজেটকে স্বাগত বণিক মহলের

অভিজিৎ বসাক

রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানাল শিল্পোদ্যোগী, বণিক সংগঠন। তাদের মতে, এই বাজেট কৃষি, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প, শিক্ষায় বিশেষ জোর দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘোষিত নতুন প্রকল্পে মানুষ উপকৃত হবেন। আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করতে এই বাজেট অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে ধারণা তাদের।

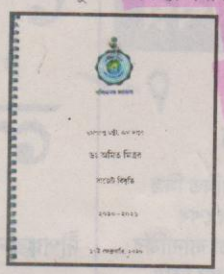

সোমবার এক বিবৃতিতে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি অর্পণ মিত্র জানান, চা-বাগান কর্মীদের জন্য আবাসন প্রকল্প, প্রান্তিক মানুষদের জন্য নিখরচায় বিদ্যুৎ, নতুন ৩৯টি ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যে কোনও দেশ, রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি ক্ষেত্রে হল কৃষি এবং শিক্ষা। রাজ্য সরকার এই দুটি বিষয়েই জোর দিয়েছে। ছোট এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য ৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য দিক। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে, সামাজিক ক্ষেত্র এবং বণিক মহল— সবাই লাভবান হবে বাজেট থেকে। শিল্পোদ্যোগীদের সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি রমেশকুমার সারোগি বলেন, 'রাজ্যের আর্থিক বোঝা থাকা সত্ত্বেও দেশের তুলনায় রাজ্য অনেক এগিয়ে রয়েছে। রাজ্যের শিল্প উৎপাদনে ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে, মূল্যযুক্ত কর (ভ্যাট), বিক্রয় কর, প্রবেশ কর নিয়ে যে-সব সমস্যা রয়েছে, তা তড়িঘড়ি মেটানোর উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য। এটা ব্যবসায়ীদের জন্য স্বস্তির খবর।

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com